

DETECTIVE STORIES, No 193. দারোগার দপ্তর, ১৯৩ সংখ্যা।

২২২৪

খুন না চুরি ?

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

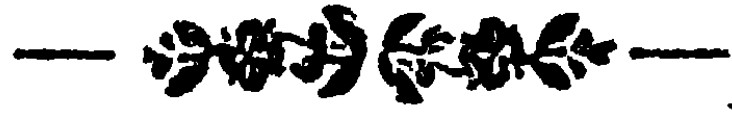
১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট,
“দারোগার দপ্তর” কার্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

All Rights Reserved.

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [বৈশাখ।

PRINTED BY M. N. DEY, AT THE
Bani Press,
No. 63, Nimitola Ghat Street, Calcutta.
1909.

খুন না চুরি ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।



সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । হাতের কাজ শেষ করিয়া অফিস-ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে পশ্চিমদেশীয় একজন ভদ্র লোক আমার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করতঃ একখানি পত্র দিলেন । পত্রখানি গ্রহণ করিয়া দেখিলাম, উহা আমারই উপরিতন কর্মচারীর লেখা । খুলিয়া পাঠ করিলাম । ভবানীপুর পদ্ম-পুকুর রোডে খুন হইয়াছে, আগাকে তখনই পত্রবাহকের সহিত তাহার তদ্বির করিতে যাইতে হইবে ।

কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম । আগন্তুক আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন, “আম্বুন মহাশয় ! আমি ধনে প্রাণে মারা গেলাম । সকল কথা গাড়ীতেই শুনিতে পাইবেন ।”

দ্বিক্রান্তি না করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাহির হইলাম । ফটকের সম্মুখেই তাঁহার গাড়ী ছিল, উভয়েই সেই গাড়ীতে উঠিলাম । কোচমান শকট চালনা করিল ।

লোকটীর বয়স প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর, দেখিতে অতি সুপুরুষ । বেশ ঝুঁট-পুঁট দেহ । তাঁহার পরিধানে একখানি পাতলা দেশী কালাপেড়ে ধুতি, একটা আন্ধির পিরাণ, একখানি মাস্তুজী জরি-পেড়ে উড়ানি, মস্তকে একটা ফিরোজা রঙের পাগড়ী, গলায় গিনি সোণার মোটা হার, কর্ণে হীরাবসান ফুল, হস্তে হীরার আংটি, পায়ে বার্ণিশ করা জুতা ।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি অতি বিমর্ষভাবে বলিলেন, “মহাশয়, আমার সর্বনাশ হইয়াছে । আমার ভাবী-পত্নীকে কে খুন করিয়াছে ।”

ভাবী পত্নীর কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম । তিনি আমার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, “দুই বৎসর হইল আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় । তাঁহার মৃত্যুর দুই মাস পরে আমার একমাত্র পুত্রও মারা পড়ে । মনে করিয়াছিলাম, আর সংসারে লিপ্ত হইব না ; কিন্তু বিধিলিপি অথগুনীয় । ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডে শোভন সিং নামে আমার একবন্ধু বাস করিতেন । আমি প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতাম । শোভন সিংএর অবস্থা বড় ভাল ছিল না । তাঁহার একটা কন্যা ছিল । মেয়েটির বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইলেও অর্থ-অভাবে তিনি বিবাহ দিতে পারেন নাই । কন্যার নাম রূপসী । তাহার বয়স প্রায় চৌদ্দবৎসর, দেখিতে বেশ সুন্দরী । একদিন কথায় কথায় শোভন সিং কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন এবং আমাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করেন । রূপসী সুন্দরী যুবতী, স্বামীর ইচ্ছায় আমার, দু-পয়সার সঙ্গতিও আছে । আমিও পিতার একমাত্র সন্তান, বিবাহ না করিলে বংশ

লোপ হইবে, এই আশঙ্কায় বিবাহে সন্মত হইলাম। কিন্তু তাহার পর হইতে শোভন সিং আর বিবাহের কথা উত্থাপন করেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে বিবাহের দিন স্থির করিতে বলি। শোভন সিং আমার কথায় যেন বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, “পাঁচশত টাকা না দিলে আমি রূপসীকে দান করিতে পারিব না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “শোভন সিং কি পূর্বে টাকার কথা বলেন নাই ?”

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “না, টাকার নামও করেন নাই। টাকা দিতে হইবে শুনিয়া আমার কেমন সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, হয় ত তিনি আর কোথাও পাত্র ঠিক করিয়াছেন। এখন টাকা চাহিয়া আমাকে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। আমার তখন বিবাহে ইচ্ছা হইয়াছে। রূপসীও জানিতে পারিয়াছে যে, তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে। পূর্বের মত সেও আর আমার কাছে আসিত না। কাজেই আমি সন্মত হইলাম। বলিলাম, আমি টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি বিবাহের দিন স্থির করুন। তখনই একজন দৈবজ্ঞকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া আমাদের বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যে বশতঃ সে লগ্নে আমাদের বিবাহ হইল না।

আশ্চর্যান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন ?”

তিনি বলিলেন, “বিবাহের দুই দিন পূর্বে শোভন সিংএর এক জ্ঞাতি বিয়োগ হয়। কালাশৌচ, কাজেই বিবাহ হইল না। অশৌচান্তে আবার দিন স্থির হইল। কিন্তু সেবারও বিবাহ হইল না। রূপসীর সাংঘাতিক জ্বর হইল। প্রায় তিন মাস ভুগিয়া রূপসী আরোগ্যলাভ করিল। এইরূপে আরও তিন চারিবার দিন

ধাৰ্য্য হইল, কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে তখনও বিবাহ হইল না। কোন না কোন অছিলা করিয়া শোভন সিং বিবাহের দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায় আট মাস কাল এইরূপে অতিবাহিত হইল। পরে একদিন শোভন সিং বলিলেন যে, রূপসী ও বাড়ীর অন্যান্য লোকের চিকিৎসায় তাঁহার অনেক অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছে। যদি আমি আরও তিন শত টাকা দিই, তাহা হইলে আমাদের শীঘ্রই বিবাহ হইতে পারে। আমি তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। কাজেই শোভন সিংএর প্রস্তাবে সন্মত হইলাম। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি আর অধিক টাকা দিতে স্বীকৃত হইব না। কিন্তু যখন আমি তাহাতেও সন্মত হইলাম, তখন তিনি আন্তরিক বিরক্ত হইলেন। মুখে বলিলেন, সমস্ত টাকা অগ্রিম দিলেই বিবাহ হইবে। আমিও নাছোড় বন্দা, পরদিনই আটশত টাকা আনিয়া শোভন সিংএর হস্তে দিলাম। তিনি আনন্দিত মনে উহা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কোন রসিদ দিলেন না, আমিও চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া কোন রসিদ চাছিলাম না। তবে যখন টাকা দিই, সেই সময়ে সেখানে তিন চারিজন লোক ছিলেন। তাঁহারাই সাক্ষী স্বরূপ ছিলেন। সে যাহা হউক, টাকা পাইয়া শোভন সিং আবার বিবাহের দিন স্থির করিলেন। আজই সেই দিন। বেলা পাঁচটার সময় আমি কয়েকজন মাত্র বরষাত্র লইয়া কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র একটা শুয়ানক গোলযোগ আমার কর্ণগোচর হইল। ক্রমে চীৎকার, ক্রন্দনধ্বনিও শুনিতে পাইলাম। মনে একটা কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমার সঙ্গীগণ দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন। বর বা বরষাত্র বসিবার স্থান পর্য্যন্ত করা হয় নাই। কি করিব,

কোথায় বসিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে শোভন সিং কঁাদিতে কঁাদিতে আমাদের নিকটে আসিলেন। বলিলেন, রূপসীকে কে খুন করিয়াছে। ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশিগণ ছুটিয়া আসিল, বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইল। রূপসীর মৃত্যু-সংবাদে ছঃখ হওয়া দূরে থাক, আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। আমি অতি কৰ্কশ স্বরে বলিলাম, “চলুন—আমি মৃতদেহ দেখিতে চাই। কেমন করিয়া কেই বা রূপসীকে খুন করিল, আপনিই বা এখনও থানায় এ সংবাদ দেন নাই কেন? আমি বড় ভাল বুঝিতেছি না। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনরূপ ষড়যন্ত্র আছে।” রূপসী যদি সত্য সত্যই খুন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে সহজে ছাড়িব না। এই দণ্ডে আমার আটশত টাকা চাই।”

আমার কথায় শোভন সিং কাতর হইলেন। বলিলেন, “আমার কন্যার মৃতদেহ পর্য্যন্ত পাইতেছি না। অগ্রে তাহার সন্ধান না করিয়া কেমন করিয়া থানায় সংবাদ দিব। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি এখনই সংবাদ দিতে পারেন। আমি একা কোন্ দিক দেখিব?”

“কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। আমি তখনই সেখান হইতে বিদায় লইলাম এবং তৎক্ষণাৎ বরবেশ ত্যাগ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। রূপসীকে পাই ভালই, নচেৎ আমার আটশত টাকা ফিরাইয়া চাই। আপনাকে ঐ টাকা আদায় করিয়া দিতে হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার নিবাস কোথায়? নামই বা কি?”

তিনি বলিলেন, “আমার নাম লালসিং, বাড়ী শিয়ালদহের নিকট ।”

লালাসিংএর টাকার কথায় আমি কোন উত্তর করিলাম না দেখিয়া, তিনি পুনরায় ঐ কথা তুলিলেন । আমি বলিলাম, “টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই । আমি কেবল খুনের তদ্বির করিতে পারিব ।”

এই কথা শেষ হইতে না হইতে গাড়ীখানি একটা ক্ষুদ্র অটো-লিকার সম্মুখে থামিল । লালসিং অগ্রে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন । আমিও নামিয়া তাঁহার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিলাম ।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটা ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্ত বাড়ীখানি বেশ সাজানো হইয়াছে । চারিদিকে বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলিতেছে, একখানি টাঁদোয়া দ্বারা সমস্ত প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত রহিয়াছে । তাহারই নিম্নে একটা ঢালা বিছানা পাড়া ছিল । সেই বিছানার এক পার্শ্বে পাত্রের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু একজন লোককেও সেই শয্যার উপর দেখিতে পাইলাম না । অন্তর হইতে রমণীদিগের রোদনশব্দ আমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল । কিন্তু শোভনসিংকে দেখিতে পাইলাম না ।

কিছুক্ষণ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় লালসিং অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা একজনকে দেখাইয়া বলিলেন, “ইনিই শোভনসিং— আমার ভাবী শ্বশুর ।”

শোভন সিং আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন । কিন্তু তখনই আত্মসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনিই কি আমার কন্যার মৃতদেহ দেখিতে আসিয়াছেন ?”

আমি লালসিংকে দেখাইয়া বলিলাম, “ইনি বলেন, আপনার কন্যা খুন হইয়াছে। কিন্তু আপনি ইঁহাকে তাহার মৃতদেহ দেখাইতেছেন না। আমি ইঁহার মুখে সমস্তই শুনিয়াছি। এখন লাস কোথায় বলুন ?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



আমার কথা শুনিয়া শোভন সিং চীৎকার করিয়া কঁাদিয়া উঠিলেন। পরে কঁাদিতে কঁাদিতে বলিলেন, “মহাশয়! আমার একমাত্র সন্তান—ঐ কন্যা ভিন্ন আমার আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাহার বিয়োগে আমি যে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি এ কথা বলাই বাহুল্য।”

শোভন সিংএর অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আমার কেমন সন্দেহ হইল। তাঁহার বয়স প্রায় নিয়াল্লিশ বৎসর; কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার দেহের মাংস শিথিল হইয়াছে, সম্মুখের উপর-পাটীর দুইটা দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। গোঁপ শ্মশ্রু ও মস্তকের কেশ পাক ধরিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ, তাঁহার দেহ দীর্ঘ ও শীর্ণ, হস্ত প্রায় আজানুলম্বিত, চক্ষু ক্ষুদ্র ও কোটরগ্রস্ত নাসিকা উন্নত এবং ললাট প্রশস্ত। মুখ দেখিয়াই কেমন ক্রুর প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইল।

অপর কথায় সময় নষ্ট করিতেছেন দেখিয়া আমি বিরক্ত হইলাম। বলিলাম,—“আমি আপনার দুঃখের কথা শুনিতে আসি

নাই। কতাবিয়োগে আপনি যে কাতর হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দিন; আপনার কতাব লাস কোথায় বলুন?”

আত্ম সংবরণ করিয়া শোভন সিং বলিলেন,—“সেই কথাই বলিতেছি,—“রূপসীর লাস পাওয়া যাইতেছে না।”

আশ্চর্য্যাবিতা হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“সে কি! লাস পাওয়া যাইতেছে না কি?”

কঁাদ কঁাদ হইয়া শোভন সিং বলিলেন,—“এখান হইতে কিছু দূরে আমার এক আত্মীয় বাস করেন, রূপসী আজ প্রাতে তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। বাছা আমার সেই অবধি আর ফিরে নাই।”

আ। তবে খুন হুইয়াছে বলিতেছেন কেন? আপনার কতাব নিরুদ্দেশ হইয়াছে। হয় সে নিজে পলায়ন করিয়াছে, নচেৎ কোন লোক তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

শো। না মহাশয়! সকল কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। রূপসী আর এ জগতে নাই।

এই বলিয়া শোভন সিং আবার চীৎকার করিয়া কঁাদিয়া উঠিলেন। কতাবিয়োগে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—“প্রাতে রূপসী একজন সঙ্গিনী লইয়া এ বাড়ী হইতে বাহির হয়। পথে এক ব্রহ্মা তাহার সহিত আলাপ করে এবং উভয়কেই ভুলাইয়া লইয়া যায়। যে রূপসীর সঙ্গে গিয়াছিল, অনেকক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু রূপসী আর ফিরে নাই। গোরীর মুখে যাহা যাহা এখন শুনিতেছি, তাহা বড়ই ভয়ানক!”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“গৌরী কে ?

শো। গৌরী আমার ভাগিনেয়ী, রূপসীর বিবাহ উপলক্ষে এখানে আসিয়াছে। গৌরীই রূপসীর সহিত প্রাতে আমার আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়াছিল।

আ। সে কি বলে ?

শো। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি, আপনি তাহার মুখেই সকল কথা শুনুন। এমন ইংরাজ রাজত্বে এখনও যে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতে পারে, আমার এমন ধারণা ছিল না।

এই বলিয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি অন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই এক খর্বাকৃতি বালিকার হস্তধারণ করিয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“এই বালিকার নাম গৌরী, আপনি ইহার মুখেই সমস্ত জানতে পারবেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গৌরী যখন ফিরিয়া আসিলে, তখন তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। সে যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল।”

গৌরীকে দেখিতে খর্বাকৃতি হইলেও আমার অনুমানে তাহার বয়স অন্ততঃ পনের বৎসর বলিয়া বোধ হইল। তাহার দেহ শীর্ণ, কিন্তু তাহাতে যৌবনের চিহ্নগুলি ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছে। গৌরীর আয়ত চক্ষু সদাই চঞ্চল, মুখখানি কঁাদ কঁাদ।

গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম,—“বল মা! কি জান বল?”

কঁাদ কঁাদ হইয়া গৌরী উত্তর করিল,—“খুব ভোরে আমরা এখান হইতে বাহির হই। পথে লোক ছিল না বলিলেও যখন বাহির হইলাম বটে, কিন্তু দু-জনেরই গা কেমন ছম্ ছম করিতে

লাগিল। যখন আমরা পদ্মপুকুরের ধারে গিয়া উপস্থিত হই, দেখিলাম, এক বুড়ী যেন আমাদেরই দিকে আসিতেছে। কাছে আসিলে দেখিলাম, সে আমাদেরই দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। চারি চক্ষু মিলিত হইবা মাত্র বুড়ী এক গাল হাসিয়া আমাদের নিকটে আসিল এবং নিমেষ মধ্যে দুই হাতে দুইটা জবা বাহির করিয়া আমাদের উভয়ের নাসিকার নিকট ধরিয়া বলিল,— ‘দেখ দেখি, জবায় কেমন গোলাপ-গন্ধ ? আর কখন এমন জবা দেখেছ কি ?’

“সত্যসত্যই গোলাপের গন্ধ পাইলাম, জবাকুলে গোলাপ-গন্ধ পাইয়া কেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তখন উভয়েই সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলাম। রূপসীর বিবাহের কথা ভুলিলাম, কোথায় যাইতেছিলাম ভুলিলাম, বাড়ী ভুলিলাম, এমন কি, আপনাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিলাম। রহিল কেবল সেই বৃদ্ধা। আমরা তাহার হাতের খেলনা স্বরূপ হইলাম। সে আমাদেরই দিকে যাহা বলিতে লাগিল, আমরা অনায়াসে তাহা করিতে লাগিলাম। প্রথমে সে আমাদেরই কিছুদূরে লইয়া গেল। সেখানে একখানি গাড়ী ছিল। আমরা তিনজনে গাড়ীতে উঠিলাম। কতক্ষণ পরে বনের ভিতর একটা ভাঙ্গা বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল। আমরা সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে তিনজন সন্ন্যাসী একদৃষ্টে সন্মুখের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী তিনজনের মধ্যে একজনকে দেখিতে অতি ভয়ানক, অপর দুইজনকে তাহার শিষ্য বলিয়াই বোধ হইল।

“আমাদের পারের শব্দে সেই ভয়ানক সন্ন্যাসী উপরদিকে

চাহিল এবং বুড়ীকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া নিকটস্থ দুইখানি কুশাসন ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধাও তাহার সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া আমাদের দুইজনকে সেই দুইখানি আসনে বসিতে বলিয়া স্বয়ং নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল।

“কতক্ষণ এইরূপে কাটিল বলিতে পারি না। কিন্তু কিছু পরেই অপর দুই সন্ন্যাসী রূপসীর হাত ধরিয়া সেখান হইতে লইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিলাম, কিন্তু আমার চীৎকারে কেহ নিক্ষেপও করিল না। আরও কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল। তাহার পরে দেখিলাম, রূপসীর অচেতন দেহ সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। পরক্ষণেই বুড়ী আমার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে আনিল এবং কত পথ ঘুরাইয়া একটা বাগানের নিকট আমায় ছাড়িয়া দিয়া উল্লম্বাসে পলায়ন করিল।

“আমিও চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু যে স্থানে সেই বৃদ্ধা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেখানে লোকজন নাই বলিলেও চলে; এত চীৎকার করিলাম, এত কাদিলাম, কেহই আমার সাহায্যের জন্য আসিল না। এই সময় হইতে আমার আর কিছুই মনে নাহি। আমি তাহার পর কি করিলাম, কেমন করিয়া এখানে কিরিয়া আসিলাম, এখানে আসিয়াই বা কি করিলাম, কিছুই জানি না। যখন রাত্রি হইল, বর আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আমার জ্ঞান হইল; তখন আমি সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম।”

এই বলিয়া গৌরী স্থির হইল এবং একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শোভন সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“আপনার কণ্ঠ্য গাত্রে কোন অলঙ্কার ছিল কি?”

শো । আজ্ঞে হাঁ, প্রায় দুই সহস্র টাকার অলঙ্কার রূপসীর গাত্রে ছিল ।

আ । আপনার ভাবী জামাতার মুখে শুনিলাম, আপনার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল নহে । আপনি এত টাকার গহনা কোথায় পাইলেন ?

শো । আমার ভাবী জামাতা সত্য সত্যই বলিয়াছেন । আমি অত্যন্ত দরিদ্র । কিন্তু বিবাহের দুই দিন পূর্বে আমার আত্মীয়গণ এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধনবানের পত্নী । তাঁহারা ই জোর করিয়া তাঁহাদের অলঙ্কারগুলি রূপসীকে পরাইয়া দিয়াছিল । আমি এখন ধনে প্রাণে মারা গেলাম ।

আ । এ অঞ্চলে আপনার কেহ শত্রু আছে কি ?

শোভন সিং কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন । পরে বলিলেন, “আমারই এক আত্মীয় আমার ঘোর শত্রু ছিলেন । তাঁহারও নিবাস এই গ্রামে ছিল । কিন্তু এক বৎসর হইল, ভজন সিং কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন । শুনিয়াছিলাম, তিনি না কি সন্ন্যাসী হইয়া দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ।”

আ । তাহা হইলে যে সন্ন্যাসী রূপসীকে খুন করিয়াছে সেই হয় ত ভজন সিং—আপনার পূর্ব শত্রু । এতদিন কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারায় আপনার উপর কোনরূপ প্রতিহিংসা লইতে পারে নাই । আজ আপনার কণ্ঠার গাত্রে অনেক টাকার গহনা দেখিয়া কোশলে সেই বুড়িকে পাঠাইয়া দিয়াছিল ।

শো । আপনার অনুমান সত্য হইলেও হইতে পারে ।

• আ । আপনার আর কোন আত্মীয় আছে ?

শো । আত্মীয়ের মধ্যে আমার ভগ্নী—গৌরি তাহারই বক্তা ।

আ। গহনাগুলিও কি তাঁহারই ?

শো। আজে না—সেও আমার মত দরিদ্রা, অত টাকা
গহনা সে কোথায় পাইবে ?

আ। তাঁহার নিবাস কোথায় ?

শো। সিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে ।

আ। সধবা না বিধবা ?

শো। আজে সধবা—এই যে আমার ভগ্নিপতি আপনার
সম্মুখেই দণ্ডায়মান ।

এই বলিয়া শোভন সিং একজন বলিষ্ঠ যুবককে দেখাইয়া]
দিলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শোভন সিংকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি
গৌরীকে বলিলাম, “মা, আগাকে সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে নিয়ে যেতে
পার ?”

কিছুক্ষণ ভাবিয়া গৌরী বলিল, “না—কোন্ রাস্তা দিয়ে যে সেই
বুড়ি আমাদের দুজনকে নিয়ে গিয়েছিল, সে কথা আমার কিছুই
মনে নাই । তা ছাড়া, তখন আমরা যে যে কার্য্য করেছি, যেন
অজ্ঞান হইয়াই করেছি ।”

আ। তুমি ত বলেছিলে, গাড়ী করে গিয়েছিলে ?

গৌ। আজে হাঁ—গাড়ী ক’রেই গিয়েছিলাম ।

আ । কোচমানকে চেন ?

গৌ । দেখলে চিনতে পারি ।

আ । গাড়ীখানা কোথাকার ?

গৌরী বিরক্ত হইয়া বলিল, “সে কথা আমি কি জানি ?”

গৌরীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না । ভাবিলাম, তাহার দ্বারা আমার কোন সাহায্য হইবে না । পদ্মপুকুর আমার জানা ছিল । সেখান হইতে কিছুদূরে আজ কাল যেখানে জগু বাবুর বাজার সেখানে একটা ঠিকা গাড়ীর আস্তাবলও ছিল । সেই আস্তাবলে গিয়া সন্ধান লইবার চেষ্টা হইল ।

আমি তখন লাল সিংকে আশ্বাস দিয়া তাহার নিকট বিদায় লইলাম এবং শোভন সিং এর বাটী হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে শোভন সিং কঁাদিতে কঁাদিতে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, “আমি ধনে প্রাণে মারা গেলাম । এই দুঃসময়ে লাল সিং আমাকে অশ্রায় করিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিতেছে । কিন্তু সে যাহাই হউক, আপনি আমার একটা উপকার করুন—যে ব্যক্তি রূপসীকে খুন করিয়াছে তাহাকে ফাঁসী দিন । এখন আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমার সেই পূর্বশত্রুই রূপসীকে খুন করিয়া তাহার গাত্রের অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে । কিন্তু সে আপনাদিগের হস্ত হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না, আপনাদের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না । আজই হউক বা কালই হউক, সে নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে । আপনি তাহাকে ফাঁসী দিয়া আমার অন্তরের জ্বালা নিবারণ করুন ।” এই বলিয়া চিৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । অনেক সান্ত্বনার পর তিনি কিছু সুস্থ হইলে আমি সেখান হইতে বাহির হইলাম ।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভবানীপুর সহর হয় নাই। এখনকার মত এত লোকেরও বাস ছিল না। পথের দুই পার্শ্বে তৈলের আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল, দুই একটা কুকুর পথের আবর্জনারাশির নিকট দাঁড়াইয়া আহারের দ্রব্য অন্বেষণ করিতেছিল; আর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছিল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আস্তাবলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দুই তিন ব্যক্তি তখনই আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার গাড়ীর প্রয়োজন আছে কি না? আমারও গাড়ীর আবশ্যক ছিল, সেই মত উত্তর দিয়া একজনকে বলিলাম, “তোমাদের মধ্যে কেহ কি আজ প্রাতে দুইটা বালিকা ও একজন বৃদ্ধাকে এখান হইতে কোথাও লইয়া গিয়াছিলে?”

আমার প্রশ্ন শুনিয়া কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না; পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু পরে একজন উত্তর করিল, “কই, না মহাশয়!”

তাহার কথায় আমার বিশ্বাস হইল না। আমি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। বলিলাম,—“কেন বাপু মিথ্যা কথা বলিতেছ? ভাড়া পাইয়াছ, লইয়া গিয়াছ, কোন অন্যায় কাজ কর নাই, লুকাইবার প্রয়োজন কি?”

আমার কথায় আশ্চর্য হইয়া একজন বলিয়া উঠিল,—“আজ্ঞে সলামত কোচমান সে সওয়ারি নিয়ে গিয়েছিল। এখনও গাড়ী ফিরে আসে নি।”

এই কথা শেষ হইতে না হইতে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই একখানা সেকেণ্ডহ্যান্ড গাড়ী লইয়া সলামত উপ-

স্থিত। তাহাকে দেখিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, “ইহারই নাম সলামত।”

আমার পোষাক দেখিয়া ও তাহার নাম শুনিয়া সলামতের ভয় হইল। সে লাগামটী গাড়ীর চালে বাধিয়া নামিয়া পড়িল। পরে আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন মশায়? আগাকে কি দরকার?”

আমি বলিলাম,—“আজ প্রাতে তুমি দুইটী বালিকা ও এক বৃদ্ধাকে যেখানে লইয়া গিয়াছিলে আমাকে এখনই সেখানে লইয়া চল।”

সলামত প্রথমে কোন উত্তর করিল না। সে একমনে কি ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—“তোমার ঘোড়া যদি ক্লান্ত হইয়া থাকে আর দুইটী ঘোড়া ভাড়া কর। আমি যণ্টা হিসাবে ভাড়া দিব।”

তবুও সলামত উত্তর করিল না। সে কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কথার উত্তর দিতেছ না কেন? সহজে না রাজী হও অথু উপায় দেখিব।”

অনেক কষ্টে সলামত উত্তর করিল,—“সে জায়গাটা আমার ঠিক মনে নাই।”

আমার রাগ হইল। আমি কৰ্কশ স্বরে বলিলাম,—“দেখ সলামত! এই কাজ অনেকদিন থেকে করছি। তোমার মত অনেক লোক দেখেছি। তুমি একজন প্রবীণ লোক হ’য়ে মিথ্যা ক’রে বল, যে জায়গাটা মনে নাই? বিশেষ তুমি একজন পাকা কোচমান। একবার যে স্থান দেখবে সে আর জন্মে ভুলবে না।”

আমার তোষামোদপূর্ণ কথায় সলামত ভুলিয়া গেল। বলিল,

“হুজুর, আমি মিছা বলি নি। যে পথ দিয়ে বুড়ী আমাকে নিয়ে গেল, সে পথ আমি আগে দেখি নি। এখনও যে আপনাকে সহজে নিয়ে যেতে পারবো এমন বোধ হয় না। চলুন, আমার ঘোড়া আজ বড় বেশী খাটে নাট, পাঁচটার সময় ঘোড়া বদল করেছি।”

আমি দ্বিধা না করিয়া সলামতের গাড়ীতে উঠিলাম। বাসায় যাইবার জন্ত যে গাড়ী ঠিক করিতেছিলাম, তাহার কোচমান ভাড়া না পাওয়ায় আন্তরিক বিরক্ত হইল। গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া সলামত অশ্বে কশাঘাত করিল। সেই রাত্রে বাসা ছাড়িয়া অন্তত যাইতে পক্ষীরাজত্বের ইচ্ছা ছিল না; তাহার দু-একবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিল কিন্তু উপর্যুপরি কশাঘাতে অগত্যা দৌড়িতে বাধ্য হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নকুলেশ্বর-তলা পার হইয়া গাড়ী ক্রমাগত দক্ষিণমুখেই যাইতে লাগিল। পূর্বে দুই একটা আলোক দেখিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু ক্রমে আর তাহাও দেখা গেল না। পথটা অতি সঙ্কীর্ণ, দুইপাশে বাগান বা বন। বড় বড় বৃক্ষগুলিতে খণ্ডোতকুল আশ্রয় লইয়া-ছিল। দূর হইতে সেগুলিকে অতি মনোরম দেখাইতেছিল।

একে রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আকাশে চন্দ্র নাই। চারিদিক ভয়ানক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পপে জুন-

প্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই, কোথাও একটাও আলোক নাই । কোচ-
মান অতি কষ্টে গাড়ীর আলোকে শকট-চালনা করিতেছিল।

কিছুদূর এইরূপে গমন করিয়া কোচমান সহসা গাড়ী থামা-
ইল । আমি ভাবিলাম, বুঝি সে যথাস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে এবং
সেই মনে করিয়া গাড়ী হঠতে অবতরণ করিতে উত্তত হইয়াছি,
এমন সময় কোচমান বলিল, “বাবু! পথ ভুলে অত্মদিকে এসে
পড়েছি । সে বাগানখানি এদিকে নয় । আমরা পূর্বদিকে
যে গলিটা ছেড়ে এসেছি, বোধ হয় সেই পথেই আমাদের
যেতে হবে।”

একে রাত্রি অধিক, তাহার উপর সেই ঘোর অন্ধকার, তাহাতে
আবার আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কোচমানের কথায় আমার
সর্বস্ব জলিয়া উঠিল । ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি কৰ্কশস্বরে
বলিলাম, “তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমার চক্ষে ধূলি দিয়া
পলায়ন করিবে?” আমি বহুদিন হঠতে এই কার্য্য করিতেছি ।
চোর, ডাকাত, দস্যুদিগের সহিত আমার চির বিবাদ, বদ-মায়েসগণ
আমার নাম শুনিলে থর থর বিকম্পিত হয় ! আর তুমি একজন
সামান্য কোচমান হইয়া আমার সহিত চাতুরী করিতেছ ? ধন্য
তোমার সাহস ! কিন্তু তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমার
কথায় ভুলিব । যদি ভাল চাও, এখনই সেইস্থানে লইয়া চল ।”

আমাকে অত্যন্ত রাগান্বিত দেখিয়া কোচমান গাড়ী হঠতে
অবতরণ করিল এবং আমার পদতলে বসিয়া ভোড়হাত করিয়া
বলিল, “হুজুর! আমার এমন সাহস নাই যে, আমি পুলিশের
বাবুকে প্রবঞ্চনা করবো । আমার দোহাই, আমি সত্য সত্যই পথ
ভুলে গিয়েছি। একেবারে না’তে এই ঘোর অন্ধকার, আমি

রাস্তা চিন্তে পাচ্ছি না। আপনি একটু এই গাড়ীতে বসুন, আমি একবার দেখ আসি।”

এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি সেই ভয়ানক তমসচ্ছন্ন নিশীথে একাকী সেই অপরিচিত স্থানে বসিয়া রহিলাম। একবার মনে হইল, লোকটা যদি দলবল লইয়া হঠাৎ আমায় আক্রমণ করে, তাহা হইলেই আমার সর্বনাশ! একা দুই জনের বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়, কিন্তু যদি তিন চারিজন বা ততোধিক লোকে একেবারে চারিদিক হইতে আক্রমণ করে, তাহা হইলে কি করিব? লোকটাকে ছাড়িয়া দিয়া ভাগ করি নাই। সে ত স্বচ্ছনে গাড়ী লইয়া পথ অন্বেষণ করিতে পারিত! গাড়ীর সহিত আমাকে এখানে রাখিয়া গেল কেন? নিশ্চয়ই তাহার মনে কোন ছরভি-সন্ধি আছে।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি পকেট হইতে ক্ষুদ্র পিস্তলটি বাহির করিলাম এবং গাড়ী হইতে নামিয়া নিকটস্থ একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, যদি কোচমান একা আইসে, তাহা হইলে কোন কথাই নাই। কিন্তু যদি লোক জন লইয়া আইসে, তাহা হইলে তাহার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই মন্দ।

কিছুক্ষণ পরে অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি পিস্তলটি ঠিক করিয়া ধরিলাম। কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যা হইল। কোচমান একাই ফিরিয়া আসিয়া একেবারে গাড়ীর নিকটে গেল এবং দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, “হজুর! পথ ঠিক করিয়াছি। আর কোন ভয় নাই।”

কোচমানের কথায় আন্তরিক প্রীত হইলাম এবং ধীরে ধীরে আসিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কোচমান ভাবিল, আমি বুঝি প্রস্তাব করিতে গিয়াছিলাম। সেই ভাবিয়া সে বলিল, বাবু, প্রস্তাব করতে কতদূরে গিয়েছিলেন, এই অন্ধকারে কে আপনাকে দেখতে পেত, পেলেই বা আপনার কি করতো ?”

আমি সে কথার কোন উত্তর করিলাম না, বলিলাম, “যদি ঠিক সন্ধান পাইয়া থাক, তবে একটু শীঘ্র লইয়া চল। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। এমন সময় সেখানে গিয়া যে আজ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারি, এমন ত বোধ হয় না।”

কোচমান কোন উত্তর না দিয়া অশ্বে কশাঘাত করিল। অশ্বদ্বয় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। প্রায় আধঘণ্টা পরে একটি প্রকাণ্ড বাগানের ভাঙ্গা ফটকের নিকট গাড়ী থামাইয়া কোচমান বলিল, “ভূজুর, এই সেই বাগান। এই বাগানের ভিতর একখানা ভাঙ্গা বাড়ী আছে। বুড়ী মেয়ে ছটীকে নিয়ে সেই বাড়ীতে গিয়েছিল। তার পর কি হ’ল আমি জানি না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাগানখানি কার ?”

কো। আজ্ঞে সে কথা বলতে পারলাম না। এদিকে আমি আর কখনও আসি নাই।

আ। নিকটে কোন বাড়ী আছে ?

কো। আজ্ঞে না। চারদিকেই বাগান।

আ। বাগান থাকিলে নিশ্চয়ই মালি আছে, তাহাদের বাস-করিবার ঘরও আছে। সকালে কোন মালীর সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল ?

কো। আজ্ঞে না—জনপ্রাণী না।

আ। এখান হইতে ফাঁড়ী কতদূর ?

কো। প্রায় এককোশ।

আ। তোমাকে বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে, চল দেখি, উভয়ে বাগানের ভিতর যাই। প্রয়োজন হইলে তোমাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। পারিবে ?

কো। হুজুর—খুব পারিব। আমি একাই তিনজনকে রাখবো।

ঈশৎ হাসিয়া কোচমানকে সঙ্গে লইলাম এবং অতি সন্তুর্পণে সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। আমার পকেটে চোরা লণ্ঠন ছিল, বাহির করিয়া জ্বালিয়া ফেলিলাম এবং সেই আলোকে সাহায্যে অতি ধীরে ধীরে একটি ভগ্ন অট্টালিকার দ্বারে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, দরজা খোলা। কোচমানকে সঙ্গে লইয়া আমি সেই দ্বার অতিক্রম করিলাম এবং অতি সন্তুর্পণে ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাহিরেও যেমন অন্ধকার, ভিতরেও ততোধিক, যতক্ষণ বাহিরে ছিলাম, চোরা লণ্ঠনটা হাতে ছিল. তাহারই মৃদু আলোকে কিছু কিছু দেখিতেও পাইতেছিলাম। কিন্তু ভিতরে যাইয়া লণ্ঠনটা পকেটে রাখিলাম। ভাবিলাম, যদি কেহ দেখিতে পায়, এখনই পলায়ন করিবে। তাহা হইলে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা বড় সহজ হইবে না।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা প্রকাণ্ড ঘরের দরজার সম্মুখে আসিলাম। বাহির হইতে দেখিলাম, ভিতরে তিনজন প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী একমনে ধ্যানে নিমগ্ন। সকলেরই চক্ষু মূদিত; সকলেই

নাভীর নিম্নে করদ্বয় মিলিত করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরোপাসনার নিযুক্ত। সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতেছিল।

তাহাদের গভীর ও প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া আমার ভক্তির উদ্বেক হইল। যে কার্যো গিয়াছিলাম, সহসা তাহা করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, এমন শাস্তমূর্তি তাহাদের, তাহারা নারীহত্যা করিবে কেন? কিন্তু পরিক্ষণেই দেখিলাম, তিনজনের ললাটদেশে সিন্দুরের দীর্ঘফোটা, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, হস্তেও অনেকগুলি রুদ্রাক্ষ, পরিধানে রক্তবর্ণ পটবাস, গলে যজ্ঞোপবীত। বেশ দেখিয়াই বোধ হইল, তাহারা কাপালিক। শক্তি-উপাসক। শুনিয়াছি, কাপালিকগণ সিদ্ধ হইবার জন্ত নরহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। একপাশে অনেক শোনা গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা নারীহত্যা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। যে শক্তির উপাসনার জন্ত তাহারা সেই কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে, ইচ্ছা করিয়া কেন তাহারা সেই শক্তিকে খুন করিবে, বুঝিলাম না।

হাহাই হউক, দ্বার সমীপে গিয়া যখন দেখিলাম, তিনজন মাত্র সন্ন্যাসী—আর কোন লোক নাই, তখন আমার সাহস হইল। আমি বাহির হইতে জুতার শব্দ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, সে শব্দে তাহাদের ধ্যান ভঙ্গ হইবে। কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যা হইল। তাহাদের কেহই চক্ষু উন্মীলন করিল না, সকলেই পূর্বের মত ধ্যানে নিমগ্ন রহিল।

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। কোচমানকে বাহিরে রাখিয়া আমি একাই ভিতরে বাইলাম এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। অনেক ডাকাডাকির পর সর্কাপেক্ষা কনিষ্ঠ চক্ষু চাহিল, কিন্তু সম্মুখে আমাকে দেখিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিত

করিল। আমি বিষম কাঁপরে পড়িলাম। কাহারও নাম জানি না। স্মৃতরাং কি বলিয়া ডাকিব স্থির করিতে না পারিয়া, পুনরায় চিৎকার করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিল, আমাকে পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বাপু! এখানে এত গোলযোগ করিতেছ? গোলমালের ভয়ে আমরা লোকালয় ছাড়িয়া এই নির্জন বনের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। আর তুমি কি না স্বচ্ছন্দে এখানে আসিয়া আমাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতেছ। আকৃতি দেখিয়া তোমার জ্ঞানবান্ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এ কি কাজ তোমার!”

গোরীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাষ্ট তাহাদের উপর কিছুমাত্র ভক্তির উদ্রেক হয় নাই। বরং তাহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার ক্রোধ হইল। রাগ সম্বরণ করিয়া ঈষৎ কৰ্কশ স্বরে বলিলাম, “আর তোমার সাধুগিরিতে কাজ নাই। এখন ওঠ, আমার সঙ্গে ধানায় চল।”

ধানার নাম শুনিয়া সন্ন্যাসীর কিছুমাত্র ভয় হইল না। সে হাসিয়া উঠিল, পরে বলিল, “চল, আমাদের যেকোন লইয়া যাইবে সেইখানেই যাইব। কিন্তু সেখানে যেন একটু নির্জন স্থান পাই, আমরা যেন নির্বিবাদে ধ্যান করিতে পারি।”

আমি হাসিয়া উঠিলাম। হাসিতে হাসিতে বলিলাম, “এখন বুজুকি রাখ ঠাকুর! সকালে যে কাণ্ড করেছ, তাহাতে শীঘ্রই চিরধ্যানে নিমগ্ন হতে হবে। আগে উঠ, পরে এই দুই জনকে নিয়ে শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।”

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বলিল, “সত্যই কি আমাদের যেকোন লইয়া যাইতে হইবে? সকালে কি কাণ্ড করেছি বাবা?”

আ । এখনও বলিতেছি, বুজুকি রাখ, সকালে কি করেছ জান না না কি ?

স । ধর্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বন । আমি সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে বলিতেছি যে, সত্যই আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ।

আমি বিস্মিত হইলাম । বলিলাম, “সে কি ! শোভন সিংহের কণ্ঠকে খুন করিয়া আবার মিথ্যা কথা বলিতেছ ? তুমি কেমন সন্ন্যাসী ? শক্তির উপাসক হইয়া শক্তিকে খুন ?”

আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া উঠিল । কিছুক্ষণ পরে বলিল, “বাবা ! তোমার ভুল হইয়াছে । কোথায় আসিতে কোথায় আসিয়াছ, আমরা শোভন সিংএর কণ্ঠকে আজ দেখিও নাই ।”

আ । আজ দেখ নাই, তবে কি আর কখনও দেখিয়াছিলে ?

স । সে অনেক দিনের কথা ।

আ । তবে তুমি শোভন সিংকে চেন ?

স । বেশ চিনি, আমারই এক আত্মীয়ের নাম শোভন সিং । রূপসী নামে তার এক কন্যা ছিল । কিন্তু জানি না, সে এখনও জীবিত আছে কি না ?

আ । তোমার আত্মীয়ের নিবাস কোথায় ?

স । কিছু দূর — এঁই ভদ্রানীপুরেই তাহার বাড়ী ।

আ । আর তোমার ?

স । অনেক দূর বাড়ীর নিকটে ছিল ; কিন্তু এখন আর নাই ।

এখন আর নাকি সেই আমার বাড়ী ।

স । কত দিন হইল তুমি এই বেশ ধরিয়াছ ?

স। প্রায় দুই বৎসর হইল।

আ। সংসার ত্যাগ করিলে কেন ?

স। সে অনেক কথা।

আ। শোভন সিং কি তোমার শত্রু ?

স। না—এ জগতে আমার শত্রুও কেহ নাই, मित्रও কেহ নাই।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। ভাবিলাম, সে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেছে। পাছে শোভন সিংকে শত্রু বলিয়া প্রকাশ করিলে আমার মনে সন্দেহ হয়, তাই মনে করিয়া সে বোধ হয় কথাটা লুকাইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলাম, “আজ প্রাতে কি কোন বৃদ্ধা তোমার নিকট দুইজন বালিকা আনিয়া ছিল ?”

স। কেমন করিয়া জানিব ? সমস্ত দিনের পর এই আমি চক্ষু চাহিতেছি।

আ। বৃদ্ধা যে দুইটা বালিকাকে এখানে আনিয়াছিল তাহার সাক্ষী আছে। যে গাড়ীতে করিয়া তাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল, সেই গাড়ীর কোচমান আমার সঙ্গেই আছে।

স। হইতে পারে—আপনার কথা যথার্থ হইতে পারে। কিন্তু আমি আজ সমস্ত দিনই ধ্যানে নিমগ্ন।

কথার কথার রাত্রি অনেক হইয়া গেল দেখিয়া, আমি তাহাকে বলিলাম, “বিচার পরে হইবে, এখন তোমরা তিনজন আমাদের সঙ্গে আইস।”

দ্বিকৃতি না করিয়া সেই সন্ন্যাসী অপর দুইজনের ধ্যানভঙ্গ করিল। তখন তিনজনে মিলিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাহির

হইল এবং বাগান দ্বার হইয়া সেই ভাঙ্গা ফটকের নিকট উপস্থিত হইল। ফটকের সম্মুখেই গাড়ী ছিল। আমি সন্ন্যাসী তিনজনকে তাহাতে উঠিতে বলিলাম। সকলে গাড়ীতে উঠিলে, কোচমান শকট চালনা করিল।

বাসায় ফিরিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। তখন সন্ন্যাসী তিনজনকে আটক করিতে বলিয়া আমি বিশ্রাম লাভ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত কার্য ত্যাগ করিয়া অগ্রে সেই সন্ন্যাসীত্ৰয়কে দেখিতে গেলাম। যে ঘরে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম, তাহার দ্বারে দুইজন প্রহরী ছিল। সন্ন্যাসীদিগের কার্য লক্ষ্য করিতে এবং তাহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য আমি তাহাদিগকে পূর্ব রাত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

প্রহরীদ্বয়ের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে তাহাদিগের উপর কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না। তাহারা বলিল, সন্ন্যাসীগণ কোন কথা কহে নাই, যেখানে বসিতে বলা হইয়াছিল সমস্ত রাত্রি সেই-স্থানে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিল। ঘরে এক সামান্য আলোক দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও চক্ষু উন্মীলন করে নাই, কথা কহা দূরে থাক, কেহ একটা শব্দও করে নাই। অথচ গোরীর মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে ত তাহাদিগের উপরই ভয়ানক সন্দেহ হয়। এ কি রহস্য!

একজন সন্ন্যাসীর মুখে শুনিলাম, শোভন সিং তাহার পরিচিত । শোভন সিং বলিয়াছিলেন, ঐ সন্ন্যাসী তাহার পরম শত্রু । এত দিন সুবিধা পায় নাই বলিয়া কোন অপকার করিতে পারে নাই । সন্ন্যাসী কিন্তু সে কথা স্বীকার করিল না । তবে কি সন্ন্যাসীত্ব নির্দোষী ? আমি কি অন্যায় সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছি । যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট পাপ সঞ্চয় হইল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু গৌরীর কথাই বা কেমন করিয়া মিথ্যা বলি । গৌরীর বয়স চৌদ্দ-পনের বৎসরের অধিক হইবে না । এ বয়সে সে যদি এত মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলিতে পারে, তাহা হইলে বড় হইলে সে কি করিবে বলা যায় না ।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি সন্ন্যাসীদিগের নিকট গমন করিলাম । দেখিলাম, তখনও তাহাদের চক্ষু মুদিত । একবার তাহাদের জিনিষপত্রগুলি দেখিবার ইচ্ছা হইল । কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের আবার কি জিনিষ থাকিবে ? যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা মন হইতে বাসনা দূর করিয়াছে, তাহারা আবার সঞ্চয় করিবে কি ? তবে যদি ভণ্ড হয়, তাহা হইলে কিছু পাইলেও পাইতে পারি । এই ভাবিয়া আমি তাহাদের পরিচ্ছদ, কমণ্ডলু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অব্বেষণ করিতে আদেশ করিলাম ।

যে দুইজন কনষ্টেবল প্রহরী ছিল, তাহারা তখনই আমার আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হইল না । ভাবিয়া-ছিলাম, যদি দুই একখানা গহনা বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই রূপসীকে খুন করিয়াছে । কিন্তু সে রূপ কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না ।

এইরূপ গোলযোগে সন্ন্যাসীগণের ধ্যান ভঙ্গ হইল । আমি

তখন অপর সকলকে সেখান হইতে দূর করিয়া গত রাত্রে যাহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম, তাহাকে বলিলাম, “শোভন সিং তোমার নামে যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহাতে তোমাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে । যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে যাহা জান সত্য করিয়া প্রকাশ কর ।” শোভন সিং বলেন যে, তুমি তাহার পরম শত্রু এবং আর কোন উপায়ে প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া অবশেষে তাহার এককাত্ত কন্যাকে হত্যা করতঃ তাহার গাত্রে প্রায় দুই সহস্র টাকার অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছ । শোভন সিংএর মুখে শুনিয়াছিলাম, সেট সন্ন্যাসীর নাম ভজন সিং । সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য আমি সন্ন্যাসীকে নাম জিজ্ঞাসা করিলাম । সন্ন্যাসী উত্তর করিল, সত্যই তাহার নাম ভজন সিং ।

আমার কথা শুনিয়া ভজন সিং হাসিয়া উঠিল । বলিল, “আমি তাহার শত্রু ? না মহাশয়, সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী কাহারও শত্রুতাচরণ করে না । এ জগতে আগারও শত্রু কেহ নাই, আনিও কাহার শত্রু নয় । যেরূপ করিলে আপনার বিশ্বাস হয়, আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাই করুন, আমার তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না । জীবন ক্ষণস্থায়ী, আজ হউক বা দুদিন পরেই হউক, কোন না কোন দিন আমাকে মরিতেই হইবে ।”

আ । আমি শুনিয়াছি, তুমি অতি অল্পদিনই বিরাগী হইয়াছ, এখনকার কথা বলিতেছি না, পূর্বে যখন তুমি সংসারাত্মকে ছিলে, তখনকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । শোভন সিংএর সহিত তোমার কিরূপ সম্পর্ক আছে ? কেনই বা তুমি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে ?

স । সমস্তই বলিতেছি—যদি একান্তই শুনিতে চান, শুনুন ।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার নাম ভজন সিং, আমি পিতার একমাত্র পুত্র। অল্প বয়সেই মাতৃহীন হওয়ায় আমি পিতার বড় আদরের সামগ্রী ছিলাম। আমার এক জ্ঞাতি ভগ্নী ছিল, পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় সে আমাদের বাড়ীতেই প্রতিপালিতা। তাহার সহিত শোভন সিংহের বিবাহ হয়। শোভন সিং সম্পর্কে ভগ্নীপতি। ভগ্নীপতি হইলেও শোভন সিং আমাকে দেখিতে পারিত না। আমিও তাহার সহিত মিশিতাম না। ক্রমে এই মনোবিবাদের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমি তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতাম না। শোভন সিং কিন্তু আমার অপকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। সুবিধা পাইলেই আমার অনিষ্ট করিতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ অদরোগে আমার পিতার মৃত্যু হয়। যখন আমি তাহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলাম, তখন হইতে শোভন সিংহের মতিগতি ফিরিতে লাগিল। উপযাচক হইয়া আমার সহিত দেখা করিল, কত মিষ্ট কথায় আমাকে সান্ত্বনা করিল, আপনার অসদাচরণের জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শোভন সিংহের তৎকালীন অবস্থা ও কথাবার্তা শুনিয়া আমার মনে কেমন বিশ্বাস হইল। আমি তাহার বশীভূত হইলাম। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইল। উভয়ে মিলিয়া জুয়ার দলে মিশিলাম। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা আর বলিবার নয়। অল্প দিনের মধ্যে আমি নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম। পিতার বহু কষ্টে সঞ্চিত প্রায় লক্ষাধিক টাকা জুয়া খেলিয়া জলে ফেলিয়া দিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার অধিকাংশই শোভন সিংএর উদর পূর্ণ করিয়াছিল। আমাকে নিঃস্ব করিয়াও শোভন সিংএর তৃপ্তি হইল না, সে আমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে দুইজন লোক সাক্ষী

ছিলেন বলিয়াই সে যাত্রা অবাহিত পাই। এইরূপে নানা কারণে মনে কেমন বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, আমি সংসার ছাড়িয়া গুরুর নিকট যাইলাম। সেখানে দীক্ষা লইয়া সেই নির্জনে বনে সাধনা করিতে থাকি। কিছুদিন হইল, এই দুইজনের ইচ্ছায় আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই—শোভন সিং আমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাতে সন্ন্যাসীর কি করিবে?

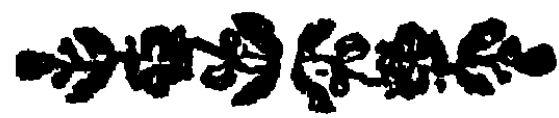
এই বলিয়া সন্ন্যাসী স্থির হইল। সে যে ভাবে কথাগুলি বলিল, তাহাতে 'তাহার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাহার কথাবার্তার তাহাকে বিদ্বান ও মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল এবং এতক্ষণ যে তাহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই, তজ্জন্ত অনুতপ্ত হইলাম। আমি তখন অতি বিনীতভাবে বলিলাম,—“শোভন সিং আপনাকেই তাঁহার কণ্ঠার হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে এবং তাঁহারই কথামত আমি আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন আপনার মুখে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আমি এখন আপনাকে মুক্তি দিতে পারিব না। বহুদিন না আপনার বিচার হয়, ততদিন এরূপে থাকিতে হইবে। শোভন সিংয়ের ভাগীনেয়ী আপনাকে দেখিয়াছিল। আমি এখনই তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনাহেতেছি। যদি সে সনাক্ত করে, তাহা হইলে বিচারে কি হয় বলা যায় না।”

সন্ন্যাসী ভজন সিং ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—“মৃত্যুর জন্ত ভয় করি না—যদি অদৃষ্টে থাকে তবে আমার এই অপঘাত মৃত্যুও কেহ রোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতেছি, আপনি ব্রাহ্মণ

সন্তান। দেখিবেন, যেন ভ্রমক্রমে একজন নিরীহ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর উপলক্ষ না হন।”

আমি সাগ্রহে উত্তর করিলাম,—“আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। যাহাতে প্রকৃত দোষীকে গ্রেপ্তার করিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে পারি, তজ্জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিব। তবে ভবিতব্যের কথা বলিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।



সন্ন্যাসী ভজন সিংএর নিকট বিদায় লইয়া আমি তখনই একজন লোককে শোভন সিংএর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম, দুইজন উপযুক্ত লোককে সন্ন্যাসীদিগের আড্ডায় গিয়া সেই ঘরটা বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলাম এবং অপর একজনকে লাল সিংএর নিকট প্রেরণ করিলাম।

সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার হইয়াছে শুনিয়া, শোভন সিং ভাগিনেয়ীকে লইয়া কিছুক্ষণ পরেই আমার নিকটে আসিলেন। আমি গৌরীকে সেই সন্ন্যাসীদিগের নিকট লইয়া গেলাম। গৌরী তাঁহাদিগকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করতঃ শোভন সিংএর পশ্চাতে গমন করিল। তাঁহার ভাব-গতিক দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, সে ঐ সন্ন্যাসী তিনজনকেই দেখিয়াছিল।

শোভন সিং আমার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। এক রাত্রে মধ্য হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছি বলিয়া আমার

যথেষ্ট সূখ্যাতি করিলেন । কিন্তু আমার সে সকল বড় ভাল বোধ হইল না । আমিও মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বিদায় দিয়া বলিলাম, “প্রয়োজন হইলে সংবাদ দিব ।”

শোভন সিং চলিয়া গেলেন । প্রায় একঘণ্টা পরে যে দুইজন লোককে সন্ন্যাসীর সেই বাসস্থানে অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারাও ফিরিয়া আসিল এবং একছড়া স্বর্ণ-হার আমার হস্তে দিয়া বলিল যে, তাহারা সেই ঘরটী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছে কিন্তু ঐ একছড়া হার ভিন্ন আর কোন গহনা দেখিতে পায় নাই ।

হারছড়া হাতে লইয়া আমি তাহাদিগকে বিদায় দিলাম । পরে একমনে ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম । ভাবিলাম, সন্ন্যাসীর কথা কোনরূপেই অবিশ্বাস করা যায় না । তিনি শোভন সিং সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হইল । লোকটা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে এবং এখনও যে করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু এই হারছড়া কোথা হইতে আসিল ? গত রাত্রে আমি স্বয়ং অন্বেষণ করিয়াছিলাম কিন্তু কই, তখন ত কিছুই দেখিতে পাই নাই । অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই যখন হারছড়া খুঁজিয়া পাইয়াছে, তখন ইহা বিশেষ লুকান ছিল এমন বোধ হয় না । একি রহস্য ? তবে কি সত্যসত্যই সন্ন্যাসী হইয়া বালিকা হত্যা করিল ?

কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সত্য বলিয়াছেন । শোভন সিং লাল সিংএর সহিত যেমন ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহাকেই শঠ ও প্রতারণা বলিয়া বোধ হইতেছে । এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে, প্রকৃত দোষী অপ-রের কক্ষে দোষারোপ করিবার জন্ত অনেকপ্রকার উপায় অবলম্বন

করিয়াছে। শোভন সিং যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে লাল সিং সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন,—“আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ সত্য। শোভন সিং অত্যন্ত চতুর—তিনি না পারেন এমন কাজ অতি অল্প। সেই গত রাতে আপনার ফিরিয়া আসিবার পর কোনরূপে ঐ হারছড়াটা সেখানে রাখিয়া আসিয়াছে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে আপনি কালই রাতে ঐ হার পাইতেন।”

আ। যদিও আমি ভালরূপ অন্বেষণ করিবার অবকাশ পাই নাই, তথাপি যখন দুই ব্যক্তি এত অল্প সময়ের মধ্যে এই হার বাহির করিতে পারিল, তখন আমি যে একেবারেই উহা দেখিতে পাইলাম না, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। হারছড়া নিশ্চয়ই তখন সেখানে ছিল না, পরে রক্ষিত হইয়াছিল।

লা। ঠিক বলিয়াছেন—আমার বিশ্বাস রূপসী এখনও জীবিত আছে। কেবল আমাকে ফাঁকি দিবার জন্যই ঐ মিথ্যা কথা রাষ্ট্র করিয়াছে। বিবাহ না দিলে পাছে আমার টাকা ফেরৎ দিতে হয়, এই ভয়ে আপনার কণ্ঠার মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে।

আ। আমারও সেইরূপ মনে হয়। কিন্তু যে বৃদ্ধা গৌরী ও রূপসীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সে কে? তাহাকে ধরিতে না পারিলে এ রহস্য ভেদ করা অতীব দুর্কর হইবে। আপনি সে বুড়ীকে চেনেন? কোনপ্রকার অনুমান করিতে পারেন?

লাল সিং কিছুকাল কোন উত্তর করিলেন না; একমনে কি

চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—“রূপবতী পত্নী সত্ত্বেও, শুনিয়াছি, শোভন সিং অপর এক বেশার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল । সে তাহারই সমবয়স্ক, দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু তাহার জীবন সহিত কোন বিষয়েই তাহার তুলনা হয় না । এ ছাড়া, আমি আর কোন রমণীর সহিত শোভন সিংএর ঘনিষ্ঠতা আছে কি না জানি না । একে বেশা, তাহাতে বয়স হইয়াছে, তাহার উপর তাহার অবস্থাও এখন হীন হইয়া পড়িয়াছে । সুতরাং তাহাকে যে বুড়ীর মত দেখাইবে, আশ্চর্য্য কি ? কিম্বা সে হয় ত বৃদ্ধার ছদ্মবেশ করিয়া থাকিবে । কেন না, গোপনে বালিকা ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে । যে সে লোকের উপর এমন কাজের ভার দেওয়া যায় না । আমার বোধ হয়, সেই মাগীরই এই কাজ ।”

আ । আপনি তাহার বাড়ী জানেন ?

লা । চেষ্টা করিয়া বাহির করিব । শুনিয়াছিলাম, মেছুয়া-বাজারে তাহার বাসা । তাহার নাম কামিনী ।

আমি সন্তুষ্ট হইলাম । তাহাকে কামিনীর সন্ধান করিতে বলিলাম । লাল সিং তখনই বিদায় লইলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।



বেলা প্রায় চারিটার সময় লাল সিং পুনরায় আমার নিকট আগমন করিলেন । তাহার মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি কার্য্যে সফল হইয়াছেন ।

লাল সিং আমার নিকটে বসিয়া বলিলেন, তিনি কামিনীর সন্ধান পাইয়াছেন। বয়স অধিক না হইলেও বাতে তাহাকে বৃদ্ধা করিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কামিনীর পরিচিত কি না? লাল সিং বলিলেন, বহুদিন পূর্বে একবার মাত্র তিনি কামিনীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেই অবধি আর তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

লাল সিংএর কথা শুনিয়া আমি তখনই ছদ্মবেশ পরিধান করিলাম এবং তাঁহাকে লইয়া একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, কামিনীর বাসা হইতে কিছুদূরে আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম এবং ধীরে ধীরে সেইদিকে যাইতে লাগিলাম।

যখন বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সেদিন শনিবার। আমি বেশ বাবু সাজিয়া গিয়াছিলাম। একে শনিবার সন্ধ্যাকাল, তাহার উপর আমি একজন নব্য বাবু, তাহাতে আবার আমি অতি ধীরে ধীরে একটা বাড়ীর বারান্দার দিকে দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। এতগুলি কারণ যখন একত্রিত হইল, তখন কার্য্য না হইয়া আর যায় কোথায়? একজন আধা বাবুগোচ লোক তখনই আমাদের নিকট আগমন করিয়া বলিল,—“বাবু! ঐ বাড়ীতে যাবেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি, আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।”

আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া আমি হাসিয়া বলিলাম,—“ও বাড়ীতে মানুষের মত কে আছে? ঐ ত সব বসে আছে?”

আগন্তুক ঠকিবার পাত্র নয়। সেও হাসিয়া বলিল,—“আপনি রসিক বটে। কিন্তু এই সাঁঝের আঁধারে এতদূর থেকে কি ভাল দেখা যায়? বাড়ীর ভিতর চলুন।”

আমি বুঝিলাম, আগন্তুক দালাল । কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আমাকে লইয়া যাইতে চায় । বাড়ীর ভিতর যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে মনে করিয়া আমি বাহিরেই কামিনী সহ দেখা করিতে ইচ্ছা করিলাম । লোকটাকে বলিলাম,—“বাপু, তুমি আমাকে যা মনে ক’রেছ, আমি তা নয় । তবে যখন আমার কাছে এসেছ, তখন যদি আমার একটা কাজ কর, আমি তোমায় সন্তুষ্ট করিব ।”

শশব্যস্তে সে বলিয়া উঠিল,—“কি কাজ বলুন ?”

আমি বলিলাম, “ঐ বাড়ীতে কামিনী নামে একটা মেয়েমানুষ আছে জান ?”

সে ঘেন মুখ বিকৃত করিল । কিন্তু তখনই আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, “আজ্ঞে হাঁ, জানি বই কি ? আগে ছিল ভাল—এখন বাতে পঙ্গু ।”

আমি বলিলাম, “কামিনীকে কোনরূপে আমার কাছে আনিতে পার ? আমি বাড়ীর ভিতর গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিব না ।”

লোকটা কিছু কাল, আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল । পরে বলিল, “কি বলিয়া ডাকিয়া আনিব ? আপনাকে সে কি চেনে ?”

আ । আমাকে সে চেনে না, কোন রকম কৌশল করিয়া তাকে আনিতে হইবে ।

লো । কোথা দেখা করিবেন ? এই রাস্তায় ?

আ । না, তাহারও উপায় তোমায় করিতে হইবে ।

লো । কি উপায় করি ?

আ । তোমাদের কোন ঘর এখানে নাই ?

লো। আছে, কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে সকলকে অংশ দিতে হইবে। আমরা চারিজনে ঘরটা ভাড়া লইয়াছি।

আ। ভাল, আমি তাহাদিগকেও স্বতন্ত্র দিব, তুমি কামিনীকে সেইখানে লইয়া যাইও। আপাততঃ সেই ঘরটা আমাদিগকে দেখাইয়া দাও।

তাহাদের আড্ডা নিকটেই ছিল। লাল সিংকে লইয়া আমি সেই ঘরের ভিতর বসিলাম। যাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, তাহাকেই কর্তা বলিয়া বোধ হইল। সে সকলকে চুপি চুপি আমাদের সেখানে যাইবার কারণ বুঝাইয়া দিল—পুরস্কারের কথাও ভুলিল না। লাভের আশা পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইল এবং আমাদিগকে বথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যেই কামিনীকে লইয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিল। তখন অপরাপর লোক সকল এক একটা অছিলা করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইল। অবশেষে যে কামিনীকে আনিয়াছিল, সেও তামাক আনিবার নাম করিয়া সরিয়া পড়িল।

আমি দেখিলাম, কামিনীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইলেও তাহাকে বৃদ্ধা বলা যায়। যে কারণেই হউক, সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। কোমর বাঁকিয়া শরীরের উপরার্কি নত করিয়াছে। তাহার মাথার চুল অধিকাংশ কটা। শরীরের মাংস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে।

অনেক কষ্টে আমার দিকে মুখ তুলিয়া কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, “কি বাবা, তুমিই ডেকে পাঠিয়েছিলে?”

আমি বলিলাম, “ছেলে মেয়ে ধরা ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ করেছে?”

কামিনী চমকিয়া উঠিল! অনেক কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া চীৎকার করতঃ বলিল, “কি বলছে বাবা! আমি কানে একটু কম শুনি বাবা!”

আমি চীৎকার করিয়া পুনর্বার ঐ কথা বলিলাম। এবার সে তখনই কঁাদকঁাদ সুরে উত্তর করিল, “কোন্ ভালথাকি আমার নামে লাগিয়েছে? তার সর্বনাশ হ’ক?”

অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া আমি বলিলাম “আমি স্বচক্ষে দেখেছি! কেহই আমাকে তোমার নামে কোন কথা বলে নাই। কেন বৃথা গালাগালি দিতেছ বাছা!”

কামিনী আমার কথায় যেন সিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সেবারও আত্ম সম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, “ও সকল কথা নিয়ে কি তামাসা ভাল দেখায়? তুমি না হয় ভাল মানুষের ছেলে, কোন কথা বলিবে না, কিন্তু কথায় কথায় পাঁচ কাণ হইলে ত সর্বনাশ! কার মনে কি আছে কেমন করিয়া জানিব। ও সকল কথা ছেড়ে দাও—এখন যে জন্তু ডেকেছ বল?”

আমি কামিনীকে নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলাম, “আমাকে বড় সহজ লোক মনে করো না। আমাকে এখনো কি চিন্তে পার নাই? যদি বাচবার ইচ্ছা থাকে, সকল কথা প্রকাশ কর। তা না হলে তোমায় জেলে দিব। মেয়েমানুষ বলে ছেড়ে দিব না।”

কামিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া আমার পদতলে বসিয়া পড়িল।

আমি তখন বলিলাম, “যখন কাজটা করেছিলে, তখন কি এ সকল কথা ভেবেছিলে ? জান না কি, ইংরেজ রাজত্বে দোষ করিলে শাস্তি পাইতেই হইবে, কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইবে না।”

আমার কথায় কামিনী কাঁদিয়া উঠিল। পরে হাত জোড় করিয়া বলিল, “দোহাই বাবা ! আমার বেশী দোষ নয় বাবা। পেটের দায়ে একটা হতভাগা সন্ন্যাসীর কথায় আমি মেয়ে দুটীকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলুম। কে জানে এমন হবে ?”

আমি ধমক দিয়া বলিলাম, “এখন কান্না রাখ, আমি যাহা বলি, তাহার উত্তর দাও। দুটী বালিকাকে নিয়ে গিয়েছিলে বটে, কিন্তু একটী ত ফিরে এসেছে। অপরটী কি হ’লো ?

কা। কেমন করে বলি ? আমি মেয়ে দুটীকে তার কাছে দিয়ে চলে এসেছিলাম।

আ। কত টাকা পেয়েছিলে ?

কা। দশ টাকা।

আ। কে দিল ?

কা। সেই সন্ন্যাসী।

আ। তাহাকে চিন্তে পারবে।

কা। হাঁ—দেখলেই চিন্তে পারবো।

আ। সকল কথা গোড়া থেকে খুলে বল। কিন্তু সাবধান, মিথ্যা বলিও না। যদি জানিতে পারি যে, মিছা বলছো, তাহলেই তোমায় জেল দিব।

কা। না বাবা, আমি মিছা বলবো না। সন্ন্যাসীর কথায় রাজী হয়ে আমি মেয়ে দুটীকে ধরিবার চেষ্টা করি। দুই দিন তাদের বাড়ীর কাছে কাছে ঘুরেও ধরতে পারি নাই। শেষে একদিন

ভোরে দুজনে মিলে বাড়ী থেকে বাহির হয়। আমি পাছু নিই। যখন তাহারা পদ্মপুকুরের ধারে গেল, তখন আমি কোণলে আরক মিশান দুটা জ্বাকুল তাদের নাকের কাছে ধরি। ফুলের গন্ধে তারা এক রকম পাগল হয়ে যায়। আমি যা বলি, তারাও তাই করে। এই সুবিধা পেয়ে দ্বিক্রান্তি না করে, আমি তাহাদিগকে এক গাড়ীতে করে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাই। তার পর সন্ন্যাসীর নিকট থেকে টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসি। মেয়ে দুটির কি হলো জানি না।

আ। দুটা মেয়েকেই কি ধরিবার কথা ছিল ?

কা। না—কেবল একজনকে। কিন্তু যখন দুজনে এক সঙ্গে ছিল, তখন দুজনকেই ধরে নিয়ে গেলাম।

আ। মেয়ে দুটা সন্ন্যাসীর কি দরকারে লেগেছিল ?

কা। জানি না। তবে শুনেছি, সেই সন্ন্যাসী না কি কাপালিক, অনেক নরহত্যা করেছে।

আ। জেনে শুনে তুমি মেয়ে দুটিকে স্বচ্ছন্দে তার হাতে দিলে ?

কা। নিজের পেট কাঁদলে জ্ঞান থাকে না।

আ। আচ্ছা—শোভন সিংকে চেন ?

কামিনী চমকিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে শোভন সিং ? আমি তাকে চিনি না।”

আমি লালসিংএর দিকে চাহিলাম। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া কামিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেখ কামিনী, ইনি তোমার পূর্ব কথা সমস্তই জানেন। তুমি যে এক সময়ে শোভন সিংএর রক্ষিতা ছিলে, ইনি তাহাও শুনিয়াছেন। এখনও মিথ্যা বলিতেছ ?

কামিনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আমারও তাহা শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। আমি বলিলাম, কামিনীকে এখনই আমার সহিত থানায় যাইতে হইবে।

আমার কথায় কামিনীর ভয় হইল। সে রোদন করিতে লাগিল। আমি মিষ্ট কথায় কামিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম, “তোমার কোন ভয় নাই। যদি দোষ না থাকে, এখনই মুক্তি পাইবে।”

কামিনী আমার শ্লেষ বাক্য বুঝিতে পারিল না। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া লালসিং কর্তৃক আনীত ঐকথানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আমরা সকলেই আরোহণ করিলাম। আড়ার সকল লোককে পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করত কোচমানকে আমাদের থানায় যাইতে আদেশ করিলাম।

থানায় আসিয়া কামিনী ভজনসিংকে সনাক্ত করিল। সে বলিল, তাঁহারই পরামর্শ মত সে দুই জন বালিকাকে ভুলাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া যায়; এবং এই কার্যের জন্য সন্ন্যাসী তাহাকে দশটি টাকা দিয়াছেন।

সৌভাগ্যক্রমে সন্ন্যাসীদ্বয় তখন ধ্যানে নিমগ্ন—কেহই কামিনীর কথা শুনিতে বা বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকাদ্বয়কে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত কামিনীকে গ্রেপ্তার করা হইল। যতদিন না বিচার শেষ হয়, ততদিন তাহাকে হাজতে রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কামিনী অনেক কান্নাকাটি করিল, অনেক কাকুতি মিনতি করিল, অনেক গালি বর্ষণ করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

অক্টম পরিচ্ছেদ ।

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত কার্যগুলি শেষ করিতে সক্ষ্য হইয়া গেল । আমি নিৰ্জ্জনে বসিয়া এই অদ্ভুত রহস্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম । ভাবিলাম, তবে কি সত্য সত্যই সন্ন্যাসীগণ রূপসীকে হত্যা করিয়াছে ? কামিনী যখন ঐ সন্ন্যাসীকে সনাক্ত করিল, যে ভাবে "কামিনী তাহার কথা ব্যক্ত করিল, তাহাতে তাহার কথা মিথ্যা বলা যায় না । অথচ সন্ন্যাসী আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তাহার কথাতেও অবিশ্বাস হয় না । তবে একজন সাধু সচ্চরিত্র সদাশয় ব্যক্তি, অপরা বেষ্ট্রাতিপন্থিনী । কামিনীর কথা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু সে যে পুলিশের লোকের নিকট এমন সাক্ষান কথা বলিয়া পরিত্রাণ পাইবে, তাহা বোধ হয় না । সন্ন্যাসী মিথ্যা বলিবে কেন ? সন্ন্যাসীর মৃত্যুরই বা ভয় কি ? যাহার সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, এ জগতে যাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, তিনি সামান্য প্রাণের জন্ত, তুচ্ছ জীবনের জন্য পারত্রিক স্মৃধ নষ্ট করিবেন কেন ? সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই নির্দোষী ।

কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে নির্দোষী বলিয়া প্রমাণ করিব । শেষে প্রমাণভাবে কি একজন নিরপরাধ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দিব । কামিনী নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিতেছে । সে যখন শোভন সিংএর রক্ষিতা বেষ্ট্রা ছিগ, সে যখন এক-সময়ে শোভন সিংএর শয়সা থাইয়াছে, তখন সে কখনও শোভন সিংএর

অনিষ্ট করিতে পারে না। রূপসী শোভনের কথা—বাল্যকালে সে যে কামিনীর বাড়ীতে যাইত, তাহা স্পষ্টই জানা যায়। সুতরাং কামিনী যে রূপসীকে ভালবাসিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে যে রূপসীকে চুরি করিবে, বিশেষতঃ একজন সামান্ত সন্ন্যাসীর কথায় রূপসীকে হত্যা করিবার জন্য তাহার হস্তে অর্পণ করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রমণীর প্রতিহিংসা-বৃত্তি ভয়ানক প্রবল। রমণী যদি কাহারও উপর রাগান্বিত হয়, তাহা হইলে সে যে কোন রূপেই হউক, যতদিন পরেই হউক, তাহার উপর প্রতিশোধ লইবেই লইবে। কিন্তু কামিনীর কোন কারণ ঘটে নাই। লাল সিং এর মুখে শুনিলাম, কামিনী এখনও শোভনের নিকট হইতে কিছু কিছু পাইয়া থাকে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একটা উপায় মনে পড়িল। লাল সিং তখনও থানার ছিলেন। আমি তাঁহাকে নিকটে ডাকিলাম। তিনি আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, শোভনের ভগ্নী ছাড়া আর কোন আত্মীয় আছে কি না? কিছুকণ চিন্তা করিয়া লাল সিং উত্তর করিলেন,—“আজ্ঞে না—শোভনের দুইটা ভগ্নী ছিল। একটা ছোট বেলায় মারা পড়ে, অপরটা এখনও বিবাহমান।”

আ। শোভনের এই ভগ্নীর স্বভাব কেমন?

লা। অতি কুৎসিত। তাহার মত খল আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই ভগ্নীই যত অনিষ্টের মূল। শোভনের ইচ্ছা থাকিলেও কেবল ঐ ভগ্নীর কথায় সে রূপসীর সহিত আমার বিবাহ দিতে নারাজ ছিলেন।

আ। ভগ্নীর পুত্রাদি আছে?

লা। একটা কথা ছাড়া আর কোন সন্তান হয় নাই।

আ । বাড়ী কোথায় ?

লা । সিন্নালদহের নিকট, আমি সে বাড়ী জানি ।

আ । শোভনের ভগ্নী ত এখন তাঁহারই বাড়ীতে আছেন ।
শুনিয়েছি, রূপসীর বিবাহ উপলক্ষে তিনি ভ্রাতার বাড়ীতে গিয়াছি-
লেন, সম্ভবতঃ এখনও ফিরিয়া আইসেন নাই ।

লাল সিং আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—“কে বলিল, শোভনের
ভগ্নী তাঁহারই বাড়ীতে আছে ? আমার বিশ্বাস, তিনি বিবাহের
দিন প্রাতেই নিজ বাড়ীতে গিয়াছেন ।”

আমিও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—“সে কি ! রাত্রে
ভাইবির বিবাহ—আর প্রাতে তিনি নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন ?
এ কি নূতন রহস্যের কথা বলিতেছেন ?”

লা । আজ্ঞে—রহস্যই বটে । তিনি রূপসীর বিবাহ দেখিতে
আসিলেন—অথচ বিবাহের দিন প্রাতেই নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া
গেলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ।

আ । শোভন সিংএর মুখে ত সে কথা শুনিলাম না । তাঁহার
ভগ্নী যে সেইদিন প্রাতেই নিজ বাড়ীতে গিয়াছেন, এ কথা ত তিনি
বলিলেন না । বরং এমন কথা বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমি বুঝি-
য়াছিলাম যে, তিনি তখনও সেই বাড়ীতে বাস করিতেছেন,
এমন কি, তিনি তাঁহার ভগ্নীপতিকে পর্য্যস্ত দেখাইয়াছিলেন ।

লা । তাঁহার ভগ্নীপতি এখনও আছেন বটে কিন্তু ভগ্নী নাই ।

আ । কেন তিনি নিজ বাড়ীতে গিয়াছেন, বলিতে পারেন ?

লা । আজ্ঞে না । সে কথা বলিতে পারিলাম না ।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি লাল সিংকে বলিলাম,—“আপনাকে
এখন একটা ক্লাজ করিতে হইবে । আমি একবার শোভনের

ভরী বাড়ী বাইতে চাই। আপনাকে দূর হইতে বাড়ীখানি দেখাইয়া দিতে হইবে।”

লাল সিং সম্মত হইলেন। আমি পুনরায় ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া লাল সিংএর সঙ্গে সঙ্গে সিরালদহ অভিমুখে গমন করিলাম। রাত্রি আটটার পর লাল সিং একখানি বাড়ী দেখাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে খানায় ফিরিয়া বাইতে আদেশ করিয়া অতি ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাড়ীখানি ক্ষুদ্র হইলেও দ্বিতল। বহির্দুর্গাটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সদর দরজা পার হইয়া উত্তরদিকে দুইটী ঘর দেখিতে পাইলাম। কিন্তু দুইখানি ঘরের দরজাতেই চাবি দেওয়া।

সদর দরজা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গমন করিবার পর আর একটী দরজা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সেটীও ভিতর দিক হইতে আবদ্ধ। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া আমি সেই দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ কেহ কোন সাড়া দিল না, আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া সেই কড়া নাড়িতে লাগিলাম। অবশেষে বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিলাম। কিছুক্ষণ এই প্রকার চীৎকার করিবার পর ভিতর হইতে একজন স্ত্রীলোক উত্তর দিল, “কে গো, দরজা যে ভেঙ্গে গেল।”

আমার বড় রাগ হইল। আমি বলিলাম, “সে কি আমার দোষ—এক ঘণ্টা ডাকাডাকি করেও সাড়া পাই নাই কেন?”

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে দরজাটী ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। একটা বৃদ্ধী দাসী একটা আলোক হস্তে লইয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি চান?”

কোন প্রকার গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া আমি একেবারে বলিয়া উঠিলাম, “রূপসীকে লীম্ব আমার কাছে এনে দাও । এখানে রাখা ঠিক নয়, পুলিশের লোকে জানতে পারলে বাড়ী গুরু সকলকে এখনই বেঁধে নিয়ে যাবে । শুনেছি, তিনজন সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার হয়েছে । যতদিন না বিচার হয়, ততদিন রূপসীকে সাবধানে রাখতে হবে ।”

আমার কথা শুনিয়া দাসী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না । রূপসী আছে, কি না, সে বিষয়েও কোন কথা বলিল না । তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, রূপসী সেখানেই আছে। কিন্তু সে কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছে না । আমি নিশ্চয় জানিতাম না যে, রূপসী সেখানেই আছে, জ্ঞানাজ করিয়াছিলাম মাত্র । বিশেষতঃ যখন লাল সিংএর মুখে শুনিলাম যে, বিবাহের দিন প্রাতে শোভন সিংএর ভগ্নী তাহার বাড়ীতে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন তিনি যে রূপসীকে লইয়াই আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না । সেই জন্তই আমি রূপসী সেখানে আছে কি না, জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিবার কথা বলিলাম ।

দাসীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, সে যে আমার উপর অবিশ্বাস করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিলাম । আমি যখন তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তখন তাহার এরূপ অবিশ্বাস জন্মিতে পারে বিবেচনা করিয়া, পূর্বে হইতেই প্রস্তুত ছিলাম । তখনই পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিলাম, “আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, এই পত্র লও । শোভন সিং আমাকে এই পত্র দিয়াছেন । যাও, আর বিলম্ব করিও না । এখন আমাদের পদে পদে বিপদ ঘটতে পারে ।”

এই বলিয়া পত্রখানি দাসীর হস্তে প্রদান করিলাম। দাসী উহা গ্রহণ করিয়া বলিল, “না মহাশয়, আপনাকে আমাদের অবি-
খ্যাস নাই। তবে কি, এ কাজ খুব গোপনে করাই ভাল। আমি
পূর্বে আপনাকে আর কখনও দেখি নাই। সেই জন্যই চিনিতে
পারিতেছি না। একজন পরিচিত লোক পাঠান শোভনের
উচিত ছিল।”

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, “আজ রাত্রেই রূপসীকে কোন
গোপনীয় স্থানে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। এত তাড়াতাড়ি পরি-
চিত বিশ্বাসী লোক কোথায় পাইবেন? আমি যদিও তোমাদের
পরিচিত নই বটে কিন্তু শোভন সিং আমাকে বাল্যকাল হইতেই
চেনে। আমার মত বিশ্বাসী লোক এত শীঘ্র পাইবেন না বলিয়াই
কোন পরিচিত লোককে পাঠাইতে পারেন নাই। সে যাহা হউক,
তুমি পত্রখানি ভিতরে লইয়া যাও, ও শোভন সিংএর ভগ্নির হস্তে
প্রদান কর। তাঁহার পাঠ হইলে তিনি যেরূপ হুকুম দিবেন, সেই-
মত কার্য্য করিব।”

দাসী হাসিয়া বলিল, “পাঠ করিবেন কেমন করিয়া—তিনি
লেখাপড়া জানেন না।”

আ। তা আমি জানি। কিন্তু শোভন বলিলেন,—তাঁহার
ভগ্নীর চাকর পড়াশুনা জানে এবং সেই তাঁহার ভগ্নীপতির অবর্ত-
মানে এ বাড়ীর অনেক চিঠি পত্র পড়িয়া থাকে।

দা। সে চাকরটা ত তাঁহাদের বাড়ীতেই আছে।

আমি বিষম ক্রোড়ে পড়িলাম। মনে হইল, এইবার বুঝি বা
ধরা পড়িলাম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম।
তখনই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলাম, “সে কি! শোভন সিং যে

আমার সাক্ষাতে তাহাকে এখানে আসিতে বলিলেন । সে কি এখনও সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে নাই ?”

দা । কই, এখনও ত আসে নাই ।

আ । শীঘ্রই আনিবে বটে কিন্তু আমি ত ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিব না । কে জানে, হয় ত ইহার মধ্যেই পুলিশের লোক এখানে আসিতে পারে ।

দা । এখানে আসিলে কিছু করিতে পারিবে না, তবে যদি—

দাসী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না দেখিয়া আমি বলিলাম, “তবে যদি কি ? আমার নিকট কোন কথা বলিতে ভয় করিও না । আমার দ্বারা উপকার তিন্ন কোন প্রকার অপকারের সম্ভাবনা নাই ।”

দাসী বলিল, “আপনাকে কোন অবিশ্বাস নাই, আপনাকে সকল কথাই বলিতে পারি, কিন্তু কি জানি, যদি আর কোন লোক আমাদের এ সকল কথা শোনে, সেই জন্যই সাবধান হইতেছি ।”

আ । এখানে আপাততঃ আর কোন লোক নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে সকল কথাই বলিতে পার । এখন কি বলিতেছিলে বল ?

দা । বলছিলাম, যদি রূপসী কোন প্রকার চীৎকার করিয়া পাঁচজনকে জানাইয়া দেয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ ! মেয়েটা বড় দুষ্ঠু ।

আ । কেন ?

দা । সে না কি সেই বুড়াকে বিবাহ কর্তে পাগল হয়েছে ।

আ । বুড়ো কে ?

দা । কেন—যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা ।

আ। সে বুড়ো না কি ? আমি ত একবার মাত্র তাকে দেখেছিলাম।

দা। দেখতে বুড়ো না হ'লেও তার বয়স হয়েছে। তাহার প্রথম পক্ষের ছেলেটি থাকলে এতদিন দশ বছরের হ'ত। যার ছেলের বয়স দশ বছর, তার আবার বিয়ে করা কেন ?

আ। তাঁহার ছেলেটি এখন কোথায় ?

দা। মারা গেছে।

আ। রূপসীর তবে এ বিবাহে অমত নাই ?

দা। না—এত বয়স হ'লো, এখনও বিয়ে হয় না—বাপের চেষ্টাও নাই। কাজেই এখন যার তার সঙ্গে বিয়ে হ'লেই হ'ল।

আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া আমি বলিলাম, “সে কথা পরে হইবে, এখন রূপসীকে নিয়ে এস। আমি তাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। আজই কোন দূরদেশে রওনা না হইলে শোভনের রক্ষা নাই। শুনিয়াছি, সে ভাবী জামাইয়ের নিকট হইতে আট শত টাকা আদায় করিয়াছে।”

দাসী আর দ্বিকুক্তি না করিয়া বাড়ীর ভিতর গেল এবং কিছুক্ষণ পরে রূপসীকে লইয়া পুনরায় সেখানে ফিরিয়া আসিল।

পূর্বে আমি রূপসীকে দেখি নাই। মনে করিয়াছিলাম, সে বালিকা মাত্র। কিন্তু এখন যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। রূপসীর বয়স প্রায় পনের বৎসর বলিয়া বোধ হইল। তাহার শরীরে যৌবনের সমস্ত চিহ্নগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। সে আমার মুখের দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিল না।

রূপসী সুন্দরী ও যুবতী। তাহার জ্ঞা লাল সিংহে অনায়াসে আটশত টাকা দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

দাসীর সহিত রূপসীকে দেখিয়া আমি বলিলাম, “মা ! তোমার বাপের ইচ্ছা নয় যে, তুমি আর এখানে থাক । তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে যাইতে হইবে ।”

ভিতর হইতে আর একজন রমণী উত্তর করিলেন, “দাদার যেমন বুদ্ধি । আমাদের এখানে থাকিলে কোন প্রকার গোল-যোগের সম্ভাবনা নাই । কেন তিনি রূপসীকে এখান হইতে সরাইতেছেন বলিতে পারি না । বাহাই হউক, দাদার কথামত রূপসীকে আপনার সঙ্গে পাঠাইলাম । দেখিবেন, যেন কোন প্রকার বিপদে পড়িতে না হয় ।”

আমিও উদ্দেশে উত্তর করিলাম, “আপনি সে ভয় করিবেন না । বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া শোভন সিং আমার উপর এ কার্যের ভার দেন নাই, বরং রূপসী এখানে থাকিলে আপনার বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে, আমার সহিত যাইলে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই । আপনি পত্রখানি রাখিয়া দিন । উহাতে আমার নাম ধাম সমস্তই আছে । প্রয়োজন হইলে আমার সংবাদ দিতে পারিবেন । তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখুন যে, আমি আজই রাত্রি সাড়ে দশটার সময় কলিকাতা ত্যাগ করিব ।”

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল । আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না । রূপসীকে লইয়া একখানি গাড়ীতে উঠিলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই থানার ফিরিয়া আসিলাম ।

নবম পরিচ্ছেদ ।



ধানার আসিয়া রূপসীকে একটি ঘরে রাখিলাম । পরে তখনই একজন কনষ্টেবলকে শোভন সিংএর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম । বলিয়া দিলাম, সে যেন অবিলম্বে তাহাকে ডাকিয়া আনে ।

এক ঘণ্টার মধ্যেই কনষ্টেবল শোভনকে লইয়া ফিরিয়া আসিল । আমি কোন কথা না বলিয়া তখনই তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ করিলাম ।

শোভন সিং আমার আদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন । অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “এ কিরূপ বিচার হইল ? একেত আমি ধনে প্রাণে মারা পড়িয়াছি, তাহার উপর আবার আমাকেই বন্দী করিলেন ? আমার অপরাধ কি ?”

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, “আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে, সকল কথা কালই জানিতে পারিবেন ।”

শো । আমার অপরাধ ?

আ । যথেষ্ট—আপনি লালসিংএর নিকট হইতে আটশত টাকা প্রবঞ্চনা করিয়া লইয়াছেন ; একজন নিরীচ সন্ন্যাসীর উপর আপনার কন্যার হত্যাপরাধ চাপাইবার মানস করিয়াছেন ।

শো । সে কি ! আমার কন্যা কোথায় ?

আ । আপনি কি বিবেচনা করেন ?

শো । সেই সন্ন্যাসী—আমার ঘোর শত্রু ভজন সিং তাহাকে হত্যা করিয়াছে, আমি এই জানি ।

আ। এই দেখুন—আপনি এখনও মিথ্যা বলিতেছেন। রূপসীকে যে কেহ খুন করে নাই, এ কথা আপনিও অবগত আছেন। কিন্তু বলুন দেখি, পরশ রাত্রি হইতে আপনি কি কাণ্ড করিয়াছেন? আপনার রোদন দেখিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনার কন্যা সত্য সত্যই খুন হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়াছি। আপনি যে কি ভয়ানক লোক, একজন নিরীহ লোকের প্রাণবিনাশ করিবার জন্য কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহা কাল প্রাতেই জানিতে পারিবেন। আজ অনেক রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আজ এই রাত্রে আর সে সকল কথার প্রয়োজন নাই।”

এই বলিয়া আমি একজন কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করিলাম। সে আমার সঙ্কেত বুঝিতে পারিল এবং তখনই শোভন সিংকে আমার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত করিল। শোভন সিং অতি বিমর্ষভাবে হাজতে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে লালসিং থানায় আসিলে আমি তখন তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলাম। তিনি আমার মুখ দেখিয়া কি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে পূর্বাপেক্ষা যেন অধিক আনন্দিত বলিয়া বোধ হইল।

অক্লান্ত কাজ শেষ করিয়া আমি শোভন সিং, লাল সিং, কামিনী ও সন্ন্যাসী তিনজনকে একটা ঘরের মধ্যে আনয়ন করিতে বলিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার আদেশমত কার্য্য হইল। আমি তখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া শোভন সিংএর দিকে চাহিয়া বলিলাম, “আপনার সমস্ত চাতুরী ধরা পড়িয়াছে। রূপসীকে কেহ

হত্যা করে নাই, তাহাকে আপনিই কোশলে আপনার ভগ্নীর বাড়ীতে সরাইয়াছিলেন। রূপসী যখন গৌরীর সহিত পদ্মপুকুরের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন কামিনী কোশলে উহাদের উভয়কে ভুলাইয়া গাড়ীতে তুলিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বে সন্ন্যাসীগণের নির্জন আশ্রম—সেই ভগ্ন অট্টালিকায় লইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসীগণ নিশ্চয়ই ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাহারা এ বিষয়ের কিছুই জানিতেন না—এমন কি, সন্দেহও করেন নাই। এই স্থান হইতে রূপসীকে কোশলে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এবং গৌরীকে নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া কামিনী স্বয়ং বাহির করিয়া আনিয়াছিল। গৌরী স্বচক্ষে রূপসীকে হত্যা করিতে দেখে নাই। সে কামিনীর মুখে শুনিয়াছিল মাত্র এবং সেই শোনা কথা এমন ভাবে রাষ্ট্র করিয়াছিল, যেন সে উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। আপনি লোক নিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারাই রূপসীকে অশ্রু পথ দিয়া বাহির করিয়া আপনার ভগ্নীর বাড়ীতে লইয়া যায়। এদিকে আপনার ভগ্নীও সেইদিন প্রাতঃকালে আপনার বাড়ী ছাড়িয়া নিজ বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বিবাহোপলক্ষে তাহার আগমন। অথচ বিবাহের দিনে প্রাতঃকাল নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া বড়ই আশ্চর্যের কথা! এখন বলুন, আপনি কি জন্তু কণ্ঠার মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র করিতেছেন? কেনই বা নিরপরাধী এই সন্ন্যাসীগণের উপর খুনের দাবী দিয়াছিলেন? আর কেনই বা এই লাল সিংকে প্রবঞ্চনা করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন? আমার প্রত্যেক কথার প্রমাণ আছে। বলেন ত সমক্ষেই তাহারা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। আমার কথার অস্বীকার করা বাতুলের কার্য।

আমার কথায় শোভন সিংএর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি আমার কথার ভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে, আমি মুখে বাহা বলিতেছি, কাজেও তাহা করিব। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, “না—বাহা করিয়াছি এবং যখন ধরা পড়িয়াছি, তখন অস্বীকার করিব কেন ? আপনার সমস্ত কথাই ঠিক। আপনি সব করিতে পারেন। নিতান্ত কষ্টে পড়িয়াই লাল সিংএর টাকা নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।”

আমি বলিলাম, “আর আপনার টাকার দরকার নাই। যখন আপনার কত্তা রূপসী জীবিত, তখন তাহার সহিত লাল সিংএর বিবাহ দিন। বে প্রতিজ্ঞা করিয়া টাকা লইয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন। আপনার কত্তা এখানেই আছে, আর সে লাল সিংকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। আপনি অজ্ঞার করিয়া মিথ্যা এই বিপদ ঘটাইয়াছেন। কেন না, নিরীহ সন্ন্যাসীগণের উপর মিথ্যা কত্তার খুনের দাবী দিয়া আপনাকে বিষম বিপদে ফেলিয়াছেন। যথেষ্ট অর্থদণ্ড না দিলে নিষ্কৃতি নাই।

শোভন সিং বিবাহের কথা শুনিয়া আন্তরিক রাগান্বিত হইলেন। কিন্তু সাহস করিয়া সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেনন করিয়া জানিলেন, রূপসী এ বিবাহে ইচ্ছুক ? সে আমার হৃদয়ের মেয়ে, এই বুড়ো বরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিবে কেন ?”

আ। কেন তাহা জানি না। কিন্তু আপনার কত্তা আমার বাড়ীতে ঐরূপই বলিয়াছে।

শো। আমার মেয়ে—বালিকা নয়, সে এখন যুবতী। বিশেষ তাহার কোন অপরাধ নাই, কেবল সাক্ষ্য স্বরূপ তাহাকে

এখানে আনা হইয়াছে। সেইজন্য তাহাকে বাহিরে পুলিশের অগ্ৰাণ্য কর্মচারিদিগের সহিত একত্র রাখিলাম না;—আমার অন্তরেই স্থান দিয়াছি। রূপসী বড় ভাল মেয়ে। তাহার মন বড় সরল।

শোভন সিং আর কোন কথা कहিলেন না। সন্ন্যাসীগণকে তখনই মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা, বিশেষতঃ ভজন লাল আমায় আশীর্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

লাল সিং আমার কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আপাততঃ রূপসী তাঁহারই বাড়ীতে গেল। শোভন সিং বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। সুতরাং রূপসীকে লাল সিংএর সহিত ঘাইতে নিষেধ করিলেন না।

কামিনী হাজতেই রহিল। কোন লোক তাহার জামিন হইল না। সৌভাগ্য বশতঃ অধিককাল তাহাকে হাজতে থাকিতে হইল না। শীঘ্রই বিচার হইয়া গেল। বিচারে শোভন সিংএর পাঁচ শত মুদ্রা এবং কামিনীর দুইশত মুদ্রা অর্থদণ্ড হইল। অর্থ দিতে না পারিলে শোভন সিংকে ছয় মাস এবং কামিনীকে একমাস কাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

রূপসীকে লাভ করিয়া লাল সিং এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষ রূপসী তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষিনী শুনিয়া তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, শোভন সিংএর মুক্তির সমস্ত টাকা নিজেই প্রদান করিলেন। শোভন মুক্ত হইলেন। কামিনীও দুই শত টাকা দিয়া মুক্তি লাভ করিল।

বাড়ী ফিরিয়াই শোভন সিং কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে লাল সিংকে পাঁচ শত মুদ্রা

দিতে দেখিয়া তিনি লাল সিংএর পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ।
রূপসীকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া মহা সমারোহে বিবাহ দিলেন ।
নব দম্পতীকে শোভন প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।

সমাপ্ত ।



জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা

“গুম খুন”

যন্ত্রস্থ ।